‘বর্তমান এবং অতীতের মাঝে তুলনা করো না’

স্যার গারফিল্ড সোবার্স

স্যার গারফিল্ড সোবার্স, ক্রিকেটের শত বছর ইতিহাসের সেরা অলরাউন্ড ক্রিকেটার। সম্প্রতি তাকে বারবাডোসের ‘জাতীয় নায়ক’রূপে ভূষিত করা হয়। এবং তিনি অতি অল্প কয়েকজন ভাগ্যবান ক্রিকেটারের একজন যার জীবদ্দশায় মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে তার প্রথম টেস্ট খেলেছেন। সম্প্রতি ‘ওইজডেন এশিয়া’তে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি তার কেরিয়ার, ক্রিকেটের বিবর্তনসহ আরো অনেক কিছু বলেছেন। নির্বাচিত অংশ অনুবাদ করেছেন **মিশায়েল আহ্‌মাদ**

প্রশ্ন : বর্তমান সময়ের তুলনায় আপনার সময়ের ক্রিকেটের কি কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন?

উত্তর : প্রথমত, বলে রাখা ভালো যে, এই যুগের ক্রিকেট এবং আমার যুগের ক্রিকেটকে আমি একই সারিতে রাখি না। কারণ এই সময়কালে ক্রিকেট খেলায় প্রচুর পরিবর্তন এসেছে। আমি প্রায়শই শুনি ধারাভাষ্যকারেরা দুই যুগের ক্রিকেটারদের তুলনা করছেন... ওটা কেউ করতে পারে না।

আমাদের সময় হেলমেট, চেস্ট গার্ড, ব্যাক প্যাড, থাই প্যাড বা আর্ম গার্ড কিছুই ছিল না। এবং আমরা ‘স্কয়ার’-এর পেছনে ইচ্ছেমতো ফিল্ডার সাজিয়ে খেলেছি। বর্তমানে ‘স্কয়ার’-এর পেছনে মাত্র দু’জন থাকে। তাছাড়া ওভারে বাউন্সার কয়টা হবে ওটা নিয়েও কোনো বিধিনিষেধ ছিলো না। এমনকি বোলাররা সামনের পা পপিং ক্রিজ পার করে বল করতেন ১৮ বা ২০ গজ দূর থেকে। নো-বল করার পরও বাউন্সার করতে পারতেন। তো আপনি কিভাবে দুই যুগের ক্রিকেটের তুলনা করেন।

প্রশ্ন : তাহলে আপনি কি মনে করেন বর্তমান ব্যাটসম্যানদের মান যথেষ্ট ভালো নয়?

উত্তর : আমি এইভাবে দেখি- বর্তমান যুগের ক্লাস খেলোয়াড়রা এবং বর্তমান সময়ের অন্য খেলোয়াড়রা। আমাদের কথা ভুলে যান, কারণ আমরা অনেক ভিন্ন পরিবেশে খেলেছি। তবে আমি বলছি না যে বর্তমান ক্রিকেট বা ক্রিকেটারদের মান নিম্ন। অনেক ভালো খেলোয়াড় আছে।

কে জানে, হয়তোবা বহু বছর আগে কোনো খেলায় আমি রানআউট হয়েছিলাম। এখন তো আপনি আর পার পাবেন না। একটি হালকা খোঁচা, ক্যাচ সবকিছুই ক্যামেরা দিয়ে দেখা সম্ভব। তাই বাতাস অপর দিকেও প্রবাহিত হয়েছে। দুই দিকেই পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তবুও আপনি দুই যুগের তুলনা করতে পারেন না, অন্তত আমার তাই মনে হয়।

’৭০ দশকের ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের কথা ভাবুন। সেই হোল্ডিং, রবার্টস এবং বর্তমান যুগের বোলাররা যারা মাত্র ওভারপ্রতি দুটি বাউন্সার করতে পারে। সেই সময়ে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যাটসম্যানরা ছিলো অসহায়, ভীতসন্ত্রস্ত। বাম, ডান, মাঝখান- সবদিক দিয়ে বাউন্সার আসতো। কোনো বিধিনিষেধ ছিলো না। কিন্তু এখন আপনি জানেন যে বড়জোর দুটি বাউন্সার হবে এবং আপনি সেগুলোর লাইনের বাইরে চলে যাচ্ছেন। আমাদের সময় আপনার দাঁড়িয়ে থেকে বলগুলো খেলতে হতো, নয়তো বা আউট হতে হতো। তাই বলছি, যারা তুলনা করতে ইচ্ছুক তারা করতে পারে, কিন্তু আমি মনে করি এটা ঠিক নয়।

প্রশ্ন : হেলমেট এসে কি মনে হয় ভালো হয়েছে?

উত্তর : আমি মনে করি হেলমেট ভালো জিনিস। আমি একবার ইমরান খানকে বলেছিলাম আমি কোনোদিন হেলমেট পরবো না। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ‘ঠিক আছে, কিন্তু আমরা এখন খেলে টাকা পাই এবং ভবিষ্যতেও তাই করতে চাই’। আমার মতে, একদম খাঁটি কথা। এর বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। আমরা টাকা বানাইওনি, কিন্তু আবার হেলমেট ছাড়াই খেলেছি। এবং ইমরান একটি ভালো যুক্তিও দেখিয়ে বলেছিলেন, ‘আমরা চাই না মাঠে বল মাথায় লাগুক, খারাপ কিছু হোক এবং তারপর খেলে আর টাকা বানাতে পারব না।’ এর উত্তরে কিই বা বলার আছে?

যদি আমাদের সময় হেলমেট থাকত, আমি নিশ্চিত যে আমরা সেটি ব্যবহার করতাম। যা থাকে আপনি তাই ব্যবহার করেন।

প্রশ্ন : হেলমেট বাউন্সারের প্রসঙ্গ থেকেই বলছি, আপনার সঙ্গে তো ডেনিস লিলি’র কিছু ‘শর্ট পিচড্’ যুদ্ধ হয়েছিলো...

উত্তর : আমার মনে পড়ে পার্থে ১৯৭১-৭২ সালে বিশ্ব একাদশের পক্ষে হয়ে তার বিরুদ্ধে খেলেছিলাম। পার্থের উইকেটের কথা সবসময় বলা হয়ে থাকে যে, সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন পিচ। মনে পড়ে, কিছু পরে ব্যাটিংয়ে নেমেছিলাম। দেখলাম রডনি মার্শ উইকেটের ২০-৩০ গজ দূরে দাঁড়িয়ে, এবং স্লিপের ফিল্ডাররাও তাই। তো যেতে যেতে ইয়ান চ্যাপেলকে বললাম, 'তোমরা এত পেছনে কি করছো? আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি বুঝতে পারবে।' প্রথম বল যেটি ডেনিস আমাকে করেছিলেন সেটি আমার মাথার সামনে দিয়ে গেল, তারপর মনে আছে যে বলটি মধ্য আকাশে থাকা অবস্থায় রডনি মার্শের গ্লাভসে আছড়ে পড়ে। আমি নিজেকে বললাম যে, 'আমি জানি যে পৃথিবীর এই প্রান্তে এই সময় আমার থাকাটা ঠিক নয়।

প্রশ্ন : তাহলে লিলিই কি সবচেয়ে গতিসম্পন্ন বোলার, যার বল আপনি খেলেছেন?

উত্তর : সেই বিশেষ উইকেটে সে সবচেয়ে দ্রুতগতির ছিলো। উইকেটে বল পড়ার পরে কিন্তু গতি কমে আসে, ফিজিক্স তাই বলে। কিন্তু কোনো কোনো উইকেটে বল জোরে আসত। কারণ পার্থের উইকেট তারপুলিন দিয়ে ঢাকা হতো। ফলে উইকেট হতো ঘর্মাক্ত এবং খুব শক্ত হওয়ায় উপরের ঘাম থেকে যেত। ফলে বল খুব জোরে যেত। সেই ম্যাচে এক সময় যখন সুনিল গাভাস্কার ডেনিসের বল খেলতে বেগ পাচ্ছিলেন, তখন অন্যরা এসে বলতে লাগল, 'ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন, আমি এই স্থানে ব্যাটিং করব বা ওই স্থানে।' আমি বললাম, 'ভদ্রমহোদয়রা, আপনারা যে কোনো স্থানে নামতে পারেন, কিন্তু আমার ৭নং স্থানে নয়।'

পরের টেস্ট ছিলো মেলবোর্নে। ডেনিস খাটো লেন্থে বল করছিলেন এবং আমি তার বলে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে আউট হই। সেই সন্ধ্যায় ড্রেসিং রুমে গিয়ে ইয়ানকে বলি, 'তোমার একটি ছেলে আছে নাম লিলি। যখনই খেলেছি, তখনই তার কাছ থেকে বাউন্সার পেয়েছি। আমি তাকে বলতে চাই যে, আমিও জোরে বল করতে পারি এবং বাউন্সারও দিতে পারি। তো যখন সে নামবে তখন আমার খোঁজে থেকো।'

আমরা তখন মাঠে, ডেনিস এলো এবং তাকে দুটি বল করলাম। তবে আমি টনি গ্রেগকে বলেছিলাম ইয়ানের সঙ্গে আমার কি কথা হয়। সে পুরো হাতির মতো, কিছুই ভোলে না। তো টনি এসে বলল, 'তুমি ওকে দিচ্ছো না কেন?' আমি বলি, 'কি দিচ্ছি না?' সে বলল, 'তাকে বাউন্সার দাও।' তার পরে আমি দুটি সাধারণ বল করি। তারপর বলি যে আমি এখন শুরু করব। আমি দৌড়ে গিয়ে একটি বাউন্সার করি, যেটি ডেনিসের পাশ দিয়ে হুঁশ করে যায়। সে আমার দিকে তাকায় এবং দেখলাম তার মুখ পুরো গোলাপি বর্ণ হয়েছে। আমি বুঝলাম যে তাকে আমি পেয়েছি। পরের বলটি আস্তে করলাম, লিলি বাতাসে ভাসিয়ে দিল এবং টনি গ্রেগ ক্যাচটি ধরলো। দিন শেষে আমি চ্যাপেলের পাশে বসে হাসতে লাগলাম। সে বলল, 'হাসির কি ঘটলো।' আমি বললাম, 'তুমি আমার বন্ধু, আমি কি তোমার সঙ্গে হাসতেও পারব না?' সে বলল, 'আমি একটা কথা বলি, যখন আউট হয়ে ডেনিস ফিরলো, রুমে ঢোকার আগে দেয়ালে ব্যাট লাগিয়ে বলে, 'সেই ছোটটা, যাই হোক, আমি তাকে দেখাবো। আমি তাকে এখনও জোরে বল করিনি।' তো আমি বললাম, 'বেশ, তার আছে বল, আমার আছে ব্যাট। আমি এখনও কারও পরিচয় পাইনি। সে আগে আমাকে ভয় পাওয়ায় এবং সেও পারবে না।'

প্রশ্ন : এবং দ্বিতীয় ইনিংসে আপনি করলেন ২৫৪, ইনিংসের কথা বলা হয় যে ইতিহাসে অন্যতম সেরা দৃষ্টিনন্দন ব্যাটিং...

উত্তর : কিছু একটা হবে ভেবেই ব্যাটিংয়ে নেমেছিলাম। তারপর চার-পাঁচ ঘন্টা পর যেনো দোজখ ভেঙে পড়ল। ডেনিস বোলিংই করতে পারছিলো না। যেখানে বল ফেলেছে, সেটা সীমানায় গেছে। আপনি জানেন যে, স্যার ডোনাল্ড ব্যাডম্যান মনে করেছিলেন যে তার দেখা মতে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলা ওটাই সেরা ইনিংস। এটা এক বিশাল সম্মান, কারণ তিনি অনেক বিখ্যাত ক্রিকেটার দেখেছেন। সবচেয়ে বড় কথা ছিলো যে, যখন আমি বের হয়ে আসছিলাম তখন তারা তালি দিচ্ছিলো। ডেনিস আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি তোমার ব্যাপারে শুনেছি, এবং এখন আমি আমার লেজ ভালোভাবেই কেটে রেখেছি।' তারপর থেকেই ডেনিস এবং আমি সবচেয়ে কাছের বন্ধু।

প্রশ্ন : ফাস্ট বোলাররা এক কথা, কিন্তু ভারতীয় স্পিনারদের বিপক্ষে আপনার রেকর্ড বিস্ময়কর। তাদের খেলার ব্যাপারে কি গোপনীয় কিছু ছিলো?

উত্তর : আসলে গোপনীয় কিছুই ছিলো না। তোমার খেলার ব্যাপারটা থাকবে বা থাকবে না। লোকে বলত আমি নাকি লেগ স্পিনারদের বিরুদ্ধে ভালো নই, অথচ তাদের কাছে কখনও উইকেট হারাইনি। এবং আমি স্পিনারদের বিরুদ্ধে খেলে মজা পেতাম।

ক্রিকেটে সবাই ফাস্ট বোলারদের কথা বলে, তারা বল 'মুভ' করে উইকেট পায়, বা ভয় পাইয়ে আউট করে বা জোরে করে।

কিন্তু স্পিনাররা ভয় পাওয়াতে পারে না। তাদের খেলতে হয়। আমার সবসময় বেদি, প্রসন্ন, গুপ্তের বিরুদ্ধে খেলতে ভালো লাগত কারণ একটি চ্যালেঞ্জ ছিলো। আমার মতে তাদের মোকাবেলা করার মতো প্রস্তুতি আমার ছিলো।

প্রশ্ন : শচীন টেন্ডুলকার এবং ব্রায়ান লারা'কে আপনি কিভাবে তুলনা করেন?

উত্তর : যেমন আমি বলেছি, সব যুগেই বড় খেলোয়াড় এসেছে এবং সব দেশেরই ৩-৪ জন বড় ক্রিকেটার আছে। অবশ্য বর্তমানে দু' একজন করে থাকে। যখন সবাইকে সেরার দলে রাখবে, তখন মাত্র কয়েকজন সর্বসেরার দলে থাকে, ৪-৫ জন।

আমার মনে হয় টেন্ডুলকার এবং লারার সেই 'এলিট'দের মাঝে থাকার সম্ভাবনা আছে। আমি শচীনকে অনেক দেখেছি, আমরা অনেক কথা বলেছি, আমার মনে হয় তার যে ক্ষমতা আছে সেটি তাকে সেরার তালিকায় নিয়ে যেতে সক্ষম।

তাদের মাঝে যে পার্থক্যটা আমার চোখে পড়ে সেটি হলো, শচীন একটু বেশি ভালো করে মনোযোগ দেয় এবং লারার থেকে একটু ভালো চিন্তা করে খেলে। যদিও গত দু' বছরে লারা তার মানসিক শক্তির দিকটা খেলায় দিচ্ছে। যদি এইভাবে সে চলতে পারে তবে লারা সর্বসেরাদের মাঝে স্থান পাবে। তবে আমার মনে হয়, এই দুই খেলোয়াড়ের এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। তারা এখনও তরুণ, অনেক ক্রিকেট খেলার সুযোগ আছে। আমি মনে করি তারা পৃথিবীকে প্রমাণ করবে যে সর্বকালের সেরাদের মাঝে স্থান পেতে যোগ্য।